অধ্যায় - ১৬-১৭

শীঘ্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি, তার জন্য যোগ্যতা, বাবার উপদেশ, বাবার বৈশিষ্ট্য।

পূর্ব চর্চিত বিষয় ঃ-

শ্রী চোলকরের সংকল্প কিভাবে পূর্ণ রূপে ফলীভূত হয়, সেটা গত অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ কাহিনীতে শ্রী সাইবাবা এমনটাই ইঙ্গিত করেন যে, যদি প্রেম ও ভক্তি সহ তুচ্ছ বস্তুও অর্পণ করা হয়, তাহলেও উনি সানন্দে সেটা স্বীকার করে নেন। কিন্তু যদি ঐ একই বস্তু উদ্ধত ভাবে অর্পণ করা হত তাহলে সেটি অস্বীকৃত হয়ে যেত। পূর্ণ সচ্চিদানন্দ হওয়ার দরুণ তিনি বাহ্য আচার-বিচারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না এবং বিনম্র হয়ে ও শ্রদ্ধাপূর্বক দেওয়া জিনিষ ভালবেসে গ্রহণ করতেন।

সদ্‌গুরু শ্রী সাইবাবার চেয়ে বেশী দয়ালু ও হিতৈষী এই সংসারে আর কে হতে পারে? সমস্ত ইচ্ছে পূরণ করে যে সেই চিন্তামণি বা কামধেনুর সঙ্গেও তাঁর তুলনা হতে পারে না। যে অমূল্য ধনের উপলব্ধি সদ্-গুরুর দ্বারা হতে পারে, সেটা আমাদের কল্পনারও অতীত।

এক মহাশয়কে, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছে নিয়ে বাবার কাছে আসেন, বাবা কি উপদেশ দেন, এবার সেই কথা শুনুন। একজন ধনী ব্যক্তির (দুভার্গ্যবশতঃ তার নাম মূল গ্রন্থে দেওয়া নেই) কাছে অতুল সম্পত্তি, ঘোড়া, ভূমি ও অনেক দাস-দাসী ছিল। বাবার কীর্তি তার কানে যেতেই সে নিজের এক বন্ধুকে বলে- “আমার আর কোন বস্তুর ইচ্ছে বা অভিলাষ বাকী নেই। তাই এবার শিরডী গিয়ে বাবার থেকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত করা উচিত। আর যদি কোন রূপে সেটা সম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমার চেয়ে সুখী আর কে হবে?” ওঁর বন্ধু ওঁকে বোঝায়- “ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত করা এত সহজ নয়, বিশেষ করে তোমার মত মোহগ্রস্ত লোকের পক্ষে যে সর্বদা স্ত্রী, সন্তান ও দ্রব্য উপার্জনের চক্রে জড়িয়ে থাকে। তুমি ভুলেও কাউকে এক নয়া পয়সা দান করো না - তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের আকাঙ্খা কে পুরো করতে পারে?” কিন্তু সেই ধনী ব্যক্তি বন্ধুর কথা উপেক্ষা করে, একটা টাঙ্গায় চড়ে শিরডী আসে এবং সোজা মস্‌জিদে এসে পৌছয়। শ্রী বাবার দর্শন করে তাঁর চরণে বসে প্রার্থনা করে-

"এখানে আগত ভক্তদের আপনি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিয়ে দেন। একথা শুনে আমি অনেক দূর থেকে আপনার কাছে এসেছি ও বেশ ক্লান্তও হয়ে গেছি। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান পেয়ে গেলে আমার কষ্ট সফল ও সার্থক হয়ে যাবে।"

বাবা বলেন- "প্রিয় বন্ধু! একটু সবুর কর। আমি খুব শীঘ্রই তোমায় ব্রহ্মদর্শন করিয়ে দেব। আমার সব কাজ নগদই হয়, আমি ঋণ রাখি না। তাই অনেকেই ধন, স্বাস্থ্য, মান, উচ্চপদ ও অন্যান্য পদার্থের ইচ্ছা পূরণের জন্য আমার কাছে আসে। ভৌতিক পদার্থের ইচ্ছে নিয়ে আসা লোকের এখানে অভাব নেই, কিন্তু আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসুদের আগমন খুবই দুর্লভ। আমার জন্য এই মুহূর্তটি খুবই শুভ। তোমার মত মহানুভব আমায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করার জন্য জোর দিচ্ছে। আমি খুশী হয়ে তোমাকে ব্রহ্মদর্শন করিয়ে দেব।"

এই বলে বাবা ওকে নিজের কাছে বসিয়ে এদিক-ওদিকের কথা বলতে শুরু করেন। ফলতঃ ও খাণিকক্ষণের জন্য নিজের প্রশ্নের কথা ভুলে যায়। বাবা এবার একটা ছেলেকে ডেকে নন্দু মারোয়াড়ীর কাছে পাঁচ টাকা ধার করে আনতে পাঠান। ছেলেটি ফিরে এসে জানায় যে নন্দুর তো কোন হদিস নেই এবং ওর বাড়ীতে তালা ঝুলছে। এবার বাবা ওকে আরেকটি দোকানদারের কাছে পাঠান। কিন্তু এবারও ছেলেটি টাকা আনতে ব্যর্থই হয়। এই রকম ভাবে তিন-চার বার চেষ্টা করেও টাকার জোগাড় হতে পারে না।

আমরা একথা খুব ভালো ভাবে জানি যে বাবা স্বয়ং সগুণ ব্রহ্মের অবতার ছিলেন। তাই এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পাঁচ টাকার মত তুচ্ছ রাশির তাঁর প্রয়োজনই বা কি ছিল? তাঁর তো এই টাকার কোন প্রয়োজনই হওয়ার কথা নয়। এই নাটকটি তিনি কেবল আগন্তুকের পরীক্ষার্থে রচনা করেছিলেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মহাশয়ের কাছে নোটের স্তূপ ছিল। সে যদি সত্য সত্যই ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য উৎসুক হতো তাহলে এতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকত না। বাবা যখন হন্নে হয়ে টাকা ধার করার জন্য ছেলেটিকে এখানে-ওখানে ছোটাচ্ছিলেন, তখন সে শুধুমাত্র দর্শক হয়ে বসে থাকত না। মহাশয় ভালভাবেই জানতেন যে বাবা নিজের কথা অনুযায়ী ঋণ অবশ্যই শোধ করে দেবেন। যদিও বাবার চাওয়া রাশি খুবই অল্প ছিল, তবুও সে নিজে থেকে পাঁচ টাকা ধার দিতে সাহস করে উঠতে পারে নি। পাঠকগণ! একটু ভেবে দেখুন, এই ধরনের ব্যক্তি বাবার কাছে ব্রহ্মজ্ঞানের (যেটা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বস্তু) প্রাপ্তির জন্য উপস্থিত হয়। বাবাকে যে সত্যি-সত্যি ভালবাসে এমন ভক্ত শুধুমাত্র দর্শক না হয়ে, তক্ষুনি

পাঁচ টাকা দিয়ে দিত। কিন্তু এই মহাশয়ের দশা তো একেবারেই ভিন্ন। সে টাকাও দেয় না, আর শান্ত হয়ে অপেক্ষা করতেও রাজী ছিল না। বরং তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টায় বাবাকে অধীর হয়ে বলে- "বাবা! দয়া করে তাড়াতাড়ি আমায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করুন।" বাবা উত্তর দেন- "ওহো, এই নাটকটি তো তোমার জন্যই ছিল। তুমি কি কিছুই বুঝতে পারলে না? আমি তো তোমায় ব্রহ্মদর্শণ করাতেই চেষ্টা করছিলাম। শোন তবে, সংক্ষেপে এর তাৎপর্য্য বলি। ব্রহ্ম দর্শন প্রাপ্ত করার জন্য পাঁচটি বস্তু ত্যাগ করতে হয় - যথা **১) পাঁচ প্রাণ ২) পাঁচটি ইন্দ্রিয় ৩) মন ৪) বুদ্ধি ও ৫) অহংকার। এই হলো ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মানুভূতির পথ তলোয়ারের ধারে চলার ন্যায় কঠিন।**

ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মানুভূতির যোগ্যতা ঃ-

সামান্য মানুষের প্রায় নিজের জীবনকালে ব্রহ্মদর্শন হয় না। তার প্রাপ্তির জন্য কিছু যোগ্যতা হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক।

১) মুমুক্ষুত্ব (মুক্তির তীব্র উৎকন্ঠা)

যদি কেউ মনে করে যে, আমি বন্ধনে আছি এবং এই বন্ধন হতে মুক্তি চাই তাহলে তার নিজের লক্ষ্যের প্রাপ্তির জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে চেষ্টা করতে থাকা উচিত। প্রত্যেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এমন লোকই আধ্যাত্মিক পথে চলার যোগ্য।

২) বিরক্তি

লোক-পরলোকের সমস্ত পদার্থের প্রতি উদাসীনতার ভাব। ঐহ্যিক বস্তুর লাভ এবং প্রতিষ্ঠা-যতক্ষণ এদের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন না হয়, ততক্ষন কেউ আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করার অধিকারী হতে পারে না।

৩) অন্তর্মুখীতা

ঈশ্বর আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির রচনা এমন ভাবে করেছেন যে, ওদের স্বাভাবিক বৃত্তি সর্বদা ওদের বাইরের দিকে আকৃষ্ট করে। আমরা সর্বদাই বাইরের জগতের ধ্যান করি। যারা আত্মদর্শন ও দৈবিক জীবনের প্রতি ইচ্ছুক, তাদের নিজেদের দৃষ্টি অন্তর মুখী করে আত্মলীন হয়ে থাকা উচিত।

৪) পাপ শুদ্ধি

যতক্ষন না মানুষ দুষ্টতা ত্যাগ করে, দুষ্কর্ম না ছাড়ে, ততক্ষণ সে পূর্ণ শান্তি পায় না আর তার মনও স্থির হয় না। শুধুমাত্র বুদ্ধির জোরে জ্ঞানলাভ কখনোই হতে পারে না।

৫) সঠিক আচরণ

যতক্ষন মানুষ সত্যবাদী, ত্যাগী ও অন্তর্মুখী হয়ে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করে জীবনযাপন করে না, ততক্ষন তার আত্মোপলব্ধি সম্ভব নয়।

৬) সারবস্তু গ্রহণ করা

দুরকমের বস্তু হয় - নিত্য এবং অনিত্য। প্রথমটি আধ্যাত্মিক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়টি সাংসারিক সম্বন্ধীয়। মানুষকে এই দুটিরই সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু বিবেক দ্বারা কোন একটিকে বেছে নিতে হয়। বিদ্বান পুরুষ অনিত্য হতে নিত্য বস্তুকেই শ্রেয় বলে মনে করেন। কিন্তু মূঢ়মতি জন আসক্তিতে পড়ে অনিত্যকেই শ্রেষ্ঠ জেনে, তদোনুরূপ আচরণ করে।

৭) মন ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ

শরীর একটা রথ। আত্মা তার স্বামী ও সারথি। মন তার লাগাম এবং ইন্দ্রিয়গুলি তার ঘোড়া। ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণই তার পথ। যারা মন্দবুদ্ধি ও যাদের মন চঞ্চল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি রথের দুষ্টু ঘোড়ার মত, তারা নিজেদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরতে থাকে। কিন্তু যারা বিবেকশীল, নিজেদের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে এবং যাদের ইন্দ্রিয় সারথির উত্তম ঘোড়ার মত নিয়ন্ত্রণে থাকে, তারাই গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারে অর্থাৎ তারা পরমপদ প্রাপ্ত করে এবং তাদের আর পুণর্জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি নিজের বুদ্ধির সাহায্যে মনকে বশ করে নেয়, সে শেষে নিজের লক্ষ্য প্রাপ্ত করে সেই সর্বশক্তিমান ভগবান বিষ্ণুর ধামে পৌঁছে যায়।

৮) মনের পবিত্রতা

যতক্ষন নিষ্কাম কর্ম না করা হয়, ততক্ষন মনের শুদ্ধি এবং আত্মদর্শন সম্ভব হয় না। বিশুদ্ধ মনেই বিবেক ও বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, যার দ্বারা আত্ম দর্শনের পথে উন্নতি সম্ভব। অহংকারশূণ্য না হয়ে তৃষ্ণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। বিষয়-বাসনা

আত্মানুভূতির পথে বিশেষ বাধক। এই ধারণা যে আমি একটি শরীর - ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি তুমি নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত করতে চাও, তাহলে এই ধারণা এবং আসক্তি ত্যাগ করো।

৯) গুরুর প্রয়োজনীয়তা

আত্মজ্ঞান এত গুঢ় ও রহস্যময় যে শুধুমাত্র নিজ চেষ্টায় তার প্রাপ্তি সম্ভব নয়। তাই গুরুর (যাঁর আত্মনুভূতি প্রাপ্ত হয়ে গেছে) সাহায্য আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। কঠিন পরিশ্রম ও কষ্ট করেও অন্য লোকেরা কিবা দিতে পারে, যা এমন গুরুর কৃপায় সহজেই প্রাপ্ত হতে যায়? যিনি স্বয়ং সেই পথ অনুসরণ করে এসেছেন, তিনিই নিজের শিষ্যকে খুব সহজেই আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুভূতি প্রদান করে দেন। (তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। -গীতা ৪।। ৩৪)

১০) অবশেষে ঈশ্বর-কৃপা পরমাবশ্যক

ভগবান যখন কারো উপর কৃপা করেন, তখন তাকে বিবেক ও বৈরাগ্য প্রদান করে এই ভবসাগর পার করিয়ে দেন। এইরূপ আত্মানুভূতি নানা প্রকারের বিদ্যা-বুদ্ধি বা শুষ্ক বেদাধ্যয়ণ দ্বারা প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়। এটি তো যাঁকে এই আত্মা বরণ করে, সে-ই প্রাপ্ত করতে পারে এবং তার সামনেই আত্মা নিজের স্বরূপ প্রকট করে - কঠোপনিষদে এই কথাই লেখা আছে।

বাবার উপদেশ ঃ-

বাবার এই উপদেশ যখন শেষ হল তখন বাবা ঐ মহাশয়কে বললেন- "আচ্ছা মহাশয়! আপনার পকেটে পাঁচ টাকার পঞ্চাশ গুণ (টাকার রূপে) ব্রহ্ম আছে, সেটিকে দয়া করে বাইরে বার করুন।" উনি টাকাগুলি বার করেন এবং সবার দেখে খুব আশ্চর্য্য লাগে যে মোট দশ-দশ টাকার পঁচিশটা নোট ছিল। বাবার সর্বজ্ঞতা দেখে ভদ্রলোক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যান এবং বাবার পায়ে পড়ে আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করেন। তখন বাবা বলেন- "নিজের ব্রহ্মের (নোটের) বোঁচকা গুটিয়ে নাও। যতক্ষন তুমি ঈর্ষা ও লোভ থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হবে না, ততক্ষন ব্রহ্মের সত্য স্বরূপকে জানতে পারবে না। যার মন ধন, সন্তান ও ঐশ্বর্য্যেই পড়ে থাকে, সে এই আসক্তিগুলি ত্যাগ না করে ব্রহ্মকে জানবার কি করে আশা করতে পারে? আসক্তির ভ্রম ও ধন তৃষ্ণা দুঃখের এক ঘূর্ণি। তাতে অহংকার ও ঈর্ষারূপী কুমীরেরা কিলবিল করে। শুধু ইচ্ছামুক্ত

মানুষই ভবসাগর পার করতে পারে। তৃষ্ণা ও ব্রহ্মের এই রকমই সম্বন্ধ এবং এই দুটি পারস্পরিক শত্রু।

তুলসীদাস বলেছেন -

যেথায় রাম সেথায় নাই কাম, যেথায় কাম সেথায় নাই রাম।
তুলসী, কভু হয় নাই রবি-রজনী এক ধাম।।

যেখানে লোভ, সেখানে ব্রহ্মের ধ্যান বা চিন্তনের কোন অবকাশ থাকে না। তবে লোভী পুরুষ বৈরাগ্য ও মোক্ষ কি ভাবে প্রাপ্ত করতে পারে? সে কখনো শান্তি ও সন্তোষ পায় না। আর সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞও হতে পারে না। যদি এক কণা লোভও মনে থেকে যায়, তাহলে বোঝা উচিত যে, সব সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। যদি একজন উত্তম সাধক ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছে বা নিজের কর্তব্যের প্রতিফল পাওয়ার মনোভাব দূর না করতে পারে এবং যদি তাদের প্রতি ওর মনে অরুচি উৎপন্ন না হয় - তাহলে সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যায়। সে আত্মানুভূতি প্রাপ্ত করতে সফল হয় না। যারা অহংকারী এবং সর্বদা বিষয়-চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাদের উপর গুরুর উপদেশ বা শিক্ষার কোন প্রভাব পড়ে না। অতএব মনের পবিত্রতা অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ এর অভাবে আধ্যাত্মিক সাধনার কোন গুরুত্ব নেই। সেটা শুধু দম্ভ মাত্র। অতএব যে পথটা সরল ভাবে বুঝতে পারা যায়, সেটাই অবলম্বন করা হোক। আমার ভরা ভাণ্ডার এবং আমি প্রত্যেকের ইচ্ছা পূরণ করতে পারি। কিন্তু পাত্রের যোগ্যতা-অযোগ্যতার কথাও আমায় চিন্তা করতে হয়। আমার কথা যদি তুমি মন দিয়ে শোন তাহলে তোমার নিশ্চয়ই লাভ হবে। এই মস্‌জিদে বসে আমি কখনো অসত্য ভাষণ করি না।" বাড়ীতে কোন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করা হলে তার সাথে তার পরিবার, বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনকেও ভোজনের জন্য আমন্ত্রিত করা হয়। ধনী মহাশয়কে দেওয়া বাবার এই জ্ঞানভোজে মস্‌জিদে উপস্থিত সবাই সম্মিলিত হয়। বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে ঐ মহাশয় ও অন্যান্য সবাই নিজের-নিজের বাড়ী ফিরে যায়।

বাবার বৈশিষ্ট্য ঃ–

এমন অনেক সাধু-সন্ত আছেন, যাঁরা ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে জঙ্গলে পর্ণকুটীতে বা গুহায় একান্তে বাস করে নিজের মুক্তির বা মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে চেষ্টা করেন। তাঁরা অন্যের জন্য চিন্তা না করে সর্বদা ধ্যানস্থ থাকেন। শ্রী সাইবাবা কিন্তু এই প্রকৃতির ছিলেন না। যদিও তাঁর কোন ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-সন্তান নিকট বা দূরের সম্বন্ধী বলে কেউ

ছিল না, তবুও তিনি সমাজেই বাস করতেন। তিনি শুধু চার-পাঁচটা বাড়ী থেকে ভিক্ষে করে সর্বদা নিম বৃক্ষের নীচে বসে থাকতেন। সাংসারিক কাজ করে যেতেন এবং লোকেদের শিক্ষা দিতেন সংসারে থেকে তাদের কিরকম ব্যবহার করা উচিত। এই ধরনের সাধু বা সন্ত খুবই কম দেখা যায়, যাঁরা ভগবদ্দর্শনের পর লোকেদের কল্যাণার্থে সচেষ্ট হন। শ্রী সাইবাবা তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। তাই হেমাডপন্ত বলেছেন ঃ-

"সেই দেশ ধন্য, সেই পরিবার ধন্য এবং সেই মাতা-পিতা ধন্য, যেখানে সাইবাবার রূপে এই অসাধারণ, পরম শ্রেষ্ঠ, অমূল্য রত্ন জন্ম গ্রহণ করে।"

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু ।।